দৈনিক জনকণ্ঠ

পত্রিকা ... ... FEB 13 2002

কলাম ... ৬ ...

জনবল কমানোর প্রক্রিয়া শুরু

রফিকুল ইসলাম রতন

আইএমএফসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থার চাপে সরকার বিভিন্ন স্টেট করপোরেশন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে জনবল কমানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন করপোরেশন ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার জনবল কমিয়ে আনার জন্য স্বেচ্ছা অবসর কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। স্বেচ্ছা অবসর, গোল্ডেন হ্যান্ডশেক এবং জনবল যুক্তিযুক্ত সুষমকরণের নামে সরকার বিভিন্ন করপোরেশন ও সংস্থার জনবল বর্তমানের অর্ধেকে নামিয়ে আনতে চাইছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বত্র ক্ষোভ, হতাশা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সম্প্রতি অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটিতে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বিভাগ থেকে সব মন্ত্রণালয়কে এ চিঠি দেয়া হয়েছে। জনবল যুক্তিযুক্ত ও সুষমকরণ করার নামে বিভিন্ন করপোরেশন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের জনবল কত এবং এর হ্রাস করা সম্ভব ও এতে কত টাকা ব্যয়

জনবল : পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

জনবল : কমানোর প্রক্রিয়া

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হবে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য চিঠিতে চেয়ে পাঠানো হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে চলতি সপ্তাহেই প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের সচিবকে এবং সচিবগণ তাদের মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন করপোরেশন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে এ ব্যাপারে চিঠি দিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন (বিএসসি), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) ও মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট জনবল যুক্তিযুক্ত ও সুষমকরণ করার নামে অবসরকরণ ও স্বেচ্ছা অবসর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অন্যান্য সংস্থাতেও লোকবল যুক্তিযুক্ত ও সুষমকরণ করার নামে জনবল কমিয়ে আনার জন্য চিঠি দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

সূত্র জানায়, সরকারের প্রশাসনিক ব্যয় কমিয়ে আনতে দাতা সংস্থাগুলোর চাপের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৯ ফেব্রুয়ারি অর্থনৈতিক সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা বৈঠকে চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশন, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি), বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন তাদের জনবল হ্রাসের প্রস্তাব উপস্থাপন করে। কিন্তু বৈঠকে এ প্রস্তাব অনুমোদন না করে দেশের সব করপোরেশন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য জনবল কমানো ও এ ব্যাপারে তাদের পর্যাপ্ত বাজেট দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এই সিদ্ধান্তের আলোকেই অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে জনবল হ্রাস তথা যুক্তিযুক্ত ও সুষমকরণের জন্য বিভিন্ন করপোরেশন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চিঠি পাঠানো হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণের জন্য ইতিমধ্যেই চিঠি ইস্যু করা হয়েছে। মহাব্যবস্থাপকের (প্রশাসন) এই চিঠির সঙ্গে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণের সম্মতিপত্রের একটি নমুনাও দেয়া হয়েছে। বিএসসিতে প্রশাসনিক স্টাফ ৪২৫ জন আর জাহাজে স্টাফ প্রায় এক হাজার থাকলেও বর্তমান চিঠিতে শুধু প্রশাসনিক স্টাফদের স্বেচ্ছা অবসরের কথা বলা হয়েছে। একইসঙ্গে বিএসসি'র ৩৩ জন কর্মকর্তা ও ১২০ জন কর্মচারীকে যুক্তিযুক্ত ও সুষমকরণের জন্য বাংলাদেশ জলযান কর্তৃপক্ষে বদলি, নিয়োগ বা অবসরকরণ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ) চরম ক্ষোভ, তীব্র প্রতিবাদ ও হতাশা ব্যক্ত করেছে। সিবিএ সভাপতি সিরাজুল হক ও সাধারণ সম্পাদক নূর মোহাম্মদ করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর লিখিত আবেদনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে বিএডিসি'র বর্তমান ১০ হাজার জনবল হ্রাস করে ৬ হাজার ৮০০ করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। বর্তমান সরকার এই জনবলকে আরও কমিয়ে আনার জন্য সম্প্রতি ৩ সদস্যের একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করেছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (গবেষণা) ও বিএডিসি'র পরিকল্পনা বিভাগের প্রধানকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে এই মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিএডিসিতে ১৯৯২ সাল থেকে স্বেচ্ছা অবসর ও গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে তিন দফায় মোট ৭ হাজার ২০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী অবসর নিয়েছেন। প্রথম দফায় ৩৭০০ জন, ১৯৯৬ সালে দ্বিতীয় দফায় ২৫০০ জন ও ২০০০ সালে এক হাজার কর্মচারী স্বেচ্ছা অবসর নিলেও সম্প্রতি চলছে যুক্তিযুক্তকরণ। কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে স্বেচ্ছা অবসরের যে নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণের কথা বলা হয়েছে এখন তা মানা হচ্ছে না। এদিকে বিএডিসি'র সাধারণ কর্মচারীরা তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং সার্ভিস রেকর্ডের মূল্যায়ন করে চাকরিতে বহাল থাকার সুযোগ প্রদানের মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক স্বেচ্ছা অবসরের তালিকা তৈরির জোর আবেদন জানিয়েছেন। সম্প্রতি মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টেও যুক্তিযুক্ত ও সুষমকরণের নামে চলছে তালিকা প্রস্তুতির প্রক্রিয়া। ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক দলদলির জের হিসাবে প্রতিষ্ঠানটির কাজকর্ম স্থবির হয়ে পড়েছে। তার ওপর নতুন তালিকা তৈরিকে কেন্দ্র করে সর্বত্র আতঙ্ক বিরাজ করছে।